সংবাদ

তারিখ ... 20 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৩ .....

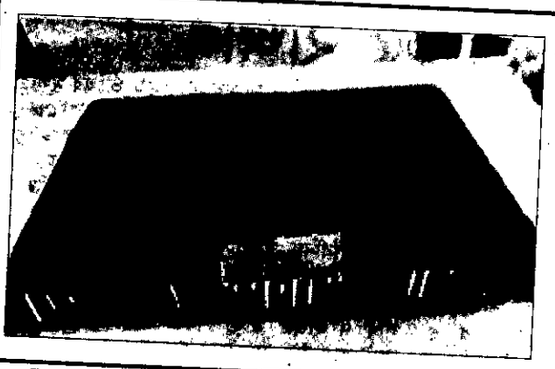

জাতীয় পতাকার আদলে কেক

বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রীর ক্ষোভ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজয় দিবস পালন অনুষ্ঠানে 'জাতীয় পতাকা' সদৃশ কেক কাটার আয়োজন করে ফেঁসে যাচ্ছেন মাধ্যমিক ও উচ্চ ক্ষোভ : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

ক্ষোভ : শিক্ষামন্ত্রীর

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) বিএনপি-জামায়াতপন্থি কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকার অবমাননা করে শাস্তির মুখে পড়তে যাচ্ছেন মাউশির তিনজন বিতর্কিত কর্মকর্তা। সমালোচনা হচ্ছে মহাপরিচালকের ভূমিকা নিয়েও। এ ঘটনা খতিয়ে দেখতে মাউশির মহাপরিচালকের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়ার পাশাপাশি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব গতকাল সংবাদকে জানান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত সোমবার বিকালে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে মহান বিজয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে আলোচনা পর্ব শেষে হুবহু 'জাতীয় পতাকা'র আদলে বেশ বড় একটি কেক কাটার আয়োজন করে মাউশি কর্তৃপক্ষ। এই কেক কাটতে শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ জানান মাউশি মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান ও এসএম কামাল উদ্দিন হায়দার।

জাতীয় পতাকা সদৃশ কেক দেখেই ক্ষুব্ধ হন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, 'আমি এই কেক কাটতে পারব না। এটি জাতীয় পতাকার অবমাননা। এটি হতে পারে না।' এ সময় মন্ত্রী জানতে চান, 'কে এই কেক এনেছেন, কারা এর দায়িত্বে ছিলেন।' এ সময় মাউশি মহাপরিচালক কোন মন্তব্য করেননি। মন্ত্রী এক পর্যায়ে কেক না কেটে ও আপ্যায়িত না হয়েই অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করতে চান। পরে মাউশির সাবেক সফল মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশীদের অনুরোধে আপ্যায়িত হন শিক্ষামন্ত্রী।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, 'জাতীয় পতাকা সদৃশ কেক বানানোর দায়িত্বে ছিলেন মাউশির তিনজন প্রভাবশালী কর্মকর্তা। তারা হলেন উপপরিচালক (মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন) এসএম কামাল উদ্দিন হায়দার, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ-২) নিগার সুলতানা পারভীন এবং উপপরিচালক (সেসিপ) খুরশীদ আলম।' এ বিষয়ে জানতে চাইলে এসএম কামাল উদ্দিন হায়দার সংবাদকে বলেন, 'আমি এর দায়িত্বে ছিলাম না। তবে নিগার সুলতানা পারভীন, খুরশীদ আলম ও মুকিব মিয়া (গবেষণা কর্মকর্তা) এই দায়িত্বে ছিল।'

কিন্তু জানতে চাইলে মাউশির গবেষণা কর্মকর্তা মুকিব মিয়া সংবাদকে বলেন, 'আমি আপ্যায়ন কমিটিতে ছিলাম। কিন্তু আমাদের আপ্যায়ন মেন্যুতে 'কেক' ছিলই না। তাহলে কেক আসলো কীভাবে?' এ ব্যাপারে খুরশীদ আলম বলেন, 'আসলে এটা ভুল হয়ে গেছে। এটা করা ঠিক হয়নি।' মাউশির দুজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে জানান, 'মাউশি'র অধিকাংশ কর্মকর্তাই ছাত্রজীবনে শিবির ও ছাত্রদলের নেতাকর্মী ছিলেন। তারাই তেলবাজি করা ও অনুষ্ঠানকে বিতর্কিত করতে জাতীয় পতাকার সদৃশ কেক এনেছেন। এসব কর্মকর্তা তিন বছর আগের শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে পাকিস্তানি পতাকা বিতরণ করেছিল। কিন্তু তাঁদের কোন শাস্তি হয়নি।'